যায়যায়দিন

তারিখ 16 MAR 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

রাজশাহীর শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ

ছাত্ররাজনীতির ওপর সাময়িক নিষেধাজ্ঞা দরকার

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজে ছাত্রলীগ-শিবির রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর শিক্ষানগরী রাজশাহীর উচ্চ মাধ্যমিক, পর্যায়সহ উচ্চতর শিক্ষাব্যবস্থা মুখ থুবড়ে পড়েছে। সংঘর্ষ এড়াতে রাবি, রামেক ও রাজশাহী কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণার একদিন পর বন্ধ করা হয়েছে রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (রুয়েট), রাজশাহী নিউ গভর্নমেন্ট ডিগ্রি কলেজ, সরকারি সিটি কলেজ, রাজশাহী পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট ও রাজশাহী ইন্সটিটিউট অফ হেলথ টেকনোলজি (আইএইচটি)। শিক্ষানগরী হিসেবে পরিচিত রাজশাহীর বড় সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এখানকার শিক্ষার্থীরা যেমন সেশনজটের কবলে পড়েছে তেমনি রাজশাহীর ব্যবসায়ীরা পড়েছে অর্থনৈতিক স্থবিরতায়। কারণ যে ৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করা হয়েছে তাতে শিক্ষা গ্রহণ করা অর্ধলক্ষাধিক ছাত্রছাত্রী এখন ছাত্রাবাস ছেড়ে বাড়ি চলে যাওয়ায় কেনাকাটা বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে ব্যবসায়ীরা বেকার হয়ে পড়েছেন। উল্লেখ্য, এই প্রথম কোনো সংঘর্ষের ঘটনায় রাজশাহী মহানগরীর ৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একসঙ্গে বন্ধ ঘোষণা করা হলো।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা দেখা দেয়ায় চাঁপাইনবাবগঞ্জ সরকারি কলেজ বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, কক্সবাজার সরকারি কলেজ, বরিশাল বিএম কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রলীগ ও শিবিরের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। যে কোনো মুহূর্তে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের আশঙ্কা করছেন সংশ্লিষ্টরা। যদিও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ছাত্রশিবির ও ছাত্রলীগের মুখোমুখি অবস্থানের কারণে সেখানে এক মাসের জন্য রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে, তবুও অনেকে আশঙ্কা করছেন রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধের জের ধরেই চবিতে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে যেতে পারে।

রাজশাহী মহানগরীর ৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা এবং দেশের অন্যান্য বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উত্তেজনা বিরাজ করার প্রেক্ষাপটে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্ররাজনীতির ওপর সাময়িক নিষেধাজ্ঞা জারি হওয়ার বিষয়টি সামনে চলে এসেছে। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ গত শনিবার বিয়ানীবাজার উপজেলায় আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এ রকম ইঙ্গিত দিয়ে বলেছেন, শিক্ষাঙ্গনে স্থিতিশীল পরিবেশ ধরে রাখতে সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্ররাজনীতির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করতে পারে। বর্তমানে সরকার শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে বিশ্বদরবারে এ জাতির মাথা উঁচু করে তুলে ধরার জন্য এ ধরনের পদক্ষেপ নিতে পারে।

শিক্ষামন্ত্রীর মতো আমরাও মনে করি সরকার যদি এ জাতীয় সিদ্ধান্ত নেয় তা হবে একটি সঠিক সিদ্ধান্ত। কারণ ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও প্রতিপক্ষের সঙ্গে বিরোধে গত দুই মাসে চট্টগ্রাম, ঢাকা, জগন্নাথ, শাহজালাল, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সহ বেশকিছু মেডিক্যাল কলেজ ও পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে সংঘর্ষের ঘটনায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী নিজে অনেক হুশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। কিন্তু এতে কোনো কাজই হয়নি; উপরন্তু রাজশাহীর ৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে।

তাই আমরা মনে করি এতোসব হুশিয়ারি, অনুরোধ-উপরোধের পরও যেহেতু ছাত্রদের নিবৃত্ত করা যাচ্ছে না, সেহেতু আগামী এক বছরের জন্য ক্যাম্পাসে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা উচিত। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসেছে মাত্র দুই মাস। এ দুই মাসেই পিলখানার ঘটনা ও বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার কারণে সরকার অনেক চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। এর মধ্যে ছাত্ররাজনীতির কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অস্থিরতা সরকারকে আরো বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দিচ্ছে। তাই সরকারের স্থিতিশীলতা অর্জনের জন্য আগামী এক বছর ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ রাখাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। আশা করি সরকার বিষয়টি ভেবে দেখবে।